ভোরের কাগজ

DEC. 28 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

চাকরির কোটা নয় শিক্ষাবৃত্তি চাই

বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানের জন্য ৩০% করে বরাদ্দ করেছে। কিন্তু এ বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়ন সর্বক্ষেত্রে হচ্ছে না। আর হলেও সঠিক মুক্তিযোদ্ধাদের সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্য নানা হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। আরো হতে হচ্ছে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ারই কথা, কারণ মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল তাদের সন্তানদের জন্য এ কোটা রীতিমতো বিড়ম্বনাই বটে। আবার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সেজে জাল সার্টিফিকেটধারীদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। কিন্তু এও বাস্তব সত্য যে, উচ্চডিগ্রিধারী চাকরির বিপরীতে সঠিক মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। এর প্রধান কারণ নিম্নবিত্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের শিক্ষা সমাপণের নানা অন্তরায়। উচ্চ শিক্ষিত আর উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরাই এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ফলে উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্ত মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রেণীবিভেদ হচ্ছে আরো প্রকট। সর্বোপরি এ বরাদ্দের ফলে যারা চাকরি পাচ্ছে তারাও যে, দেশের পট পরিবর্তনে কোণঠাসা হবে না তারও নিশ্চয়তা নেই।

তাই প্রয়োজন কোটা নয় বরং শিক্ষাবৃত্তি। যাতে আমরা শিক্ষাসমাপণ করে নিজস্ব যোগ্যতার বলে সমাজে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে নিতে পারি। এতে করে কিছুটা হলেও বন্ধ হবে সমালোচনা— মেধার ঘটবে সঠিক মূল্যায়ন।

এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

শফিক
৪০৭/এ, সোহরাওয়ার্দী হল
বা.কৃ.বি. ময়মনসিংহ।